গুপ্তগয়ায় পিণ্ডদান।

(রংদার প্রহসন।)

শ্রীগঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ অধিকারীর

"গ্র্যাণ্ড অপেরা-পার্টিতে" অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

কলিকাতা,—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে,

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

পঞ্চানন প্রেস।

কলিকাতা—২।১৩ নং তারক চাটার্জ্জীর লেন,

কে, এন, মাইতি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩১ সাল।

[মূল্য ।৵০ তিন আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

গজভট্ট	...	...	কর্ত্তা।
হাঁদারাম	...	...	ঐ জামাতা।
বোঁচারাম	...	...	পিওন।

স্ত্রীগণ।

সূর্পনখা	...	...	গিন্নী।
খেঁদামণি	...	...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
সৌদামিনী	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা।
পদ্মমণি	...	...	হাঁদারামের মাতা

গুপ্তগয়ায় পিণ্ডদান।

প্রথম দৃশ্য।

বর্দ্ধমান—মনিয়াড়া গ্রাম।

খেঁদামণির প্রবেশ।

খেঁদি।—

গান।

বাবা আমায় বিয়ে দিয়েছেন কুলীনের ঘরে।
বর্দ্ধমানে জন্ম আমার শ্বশুরবাড়ী ঢাকা বিক্রমপুরে।
বয়স হ'লো এক কুড়ি চার,
বিয়ের পর আর দেখিনি তাহার,
বল সইব কত আর ;—
উপোসী ছারপোকার মত ম'লাম বিরহে জ্বলে পুড়ে।
দেখ্‌ব আর ছ এক বছর,
কর্‌ব যা হয় তাহার পর,
ছাড়ব না হয় বাপের ঘর—
মনের আপশোষ মিটিয়ে নোব বাজারে ঘর ভাড়া ক'রে

উঃ। কেন কুলীনের ঘরে জন্মেছিলাম? এমন সোণার যৌবনটা কেবল হা-হুতাশেই কেটে গেল! তের বছরে বিয়ে হয়েছে, আর এখন বয়স চব্বিশ বছর; এর মধ্যে আর সোয়ামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। এমনধারা ধর্ম্ম রেখে কতদিন থাকা যায়? নাটক নভেল পড়ি, আর আপশোষে মরি, এখন কি করি? কুল রাখি না ছাড়ি? আবার যখন পুরাণ পড়ি, ভাবি তখন সীতা সাবিত্রী, এদিকে যে শুকোলো নাড়ী, কি করি—কি করি? কেবল ভেবে ভেবেই মরি।

সূর্পনখার প্রবেশ।

সূর্প। খেঁদি—মা আমার, একলা ব'সে কি ভাব্‌ছ?

খেঁদি। আর মা, উঃ!

সূর্প। কোন অসুখ করেছে নাকি?

খেঁদি। দারুণ অসুখ! এর ওষুধ নেই—নিদেন ব্যাধি।

সূর্প। সে কি?

খেঁদি। মা! তুমি বল কি?

সূর্প। খাচ্ছ দাচ্ছ—বেশ আছ, ভাবনা কি মা?

খেঁদি। তা বটে মা! বেশ আছি। খেলে মেলে কি হয়? মন তো ভাল থাকে না।

সূর্য। ওঃ বুঝেছি। জামাই আসে না ব'লে?

বৌদি। কি ক'রে আসবে? সাত সমুদ্র তের নদী পার, সেই ঢাকা জেলা—বঙ্গদেশ। হাঁ মা, দেশে কি আর কুলীন বর ছিল না। এর চেয়ে তো বিষ খাওয়ালেই হ'তো, নয় হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেই হ'তো। উঃ—

[বেগে প্রস্থান।

সূর্য। মেয়ে আমার বড় দুঃখের কথা ব'লে গেল। কি করব, আমার হাত কি? কর্ত্তা ইচ্ছে কর্ম্ম। বিয়ের সময় এত ব'লাম যে, কর্ত্তা! অত দূর দেশে মেয়ের বিয়ে দিও না। তিনি বল্লেন, ঘর ভাল, সস্তায় হ'চ্ছে! এখন যে মেয়ে নিয়ে পস্তাতে হ'চ্ছে। সত্যিই তো মেয়েমানুষের যৌবন আর ভাদ্রমাসের বন্যার জল। টান ধর্‌লে আটক মানে ন চোঁচা টানে বেরিয়ে পড়ে। আমাদের খুব জোর বরাত, তাই এখনও মেয়ে কুলের মুখ চেয়ে মনের জ্বালা বুকে চেপে রেখেছে। কর্ত্তাকে আজ বলব, যত টাকা খরচ হয়, জামাই আনা চাই।

গঙ্গাভট্টের প্রবেশ।

গঙ্গা। ও দিদি! দিদি!

সূর্য। কেন গঙ্গা! কেন?

গজ। এখানে কি?

সূর্প। ভাবছি।

গজ। কি?

সূর্প। তখন সন্তাদরে গস্ত ক'রে বিক্রমপুরে মেয়ের বিয়ে দিলে, এখন?

গজ। এখন কি?

সূর্প। মেয়ে যে প'স্তে প'স্তে বস্তাপচা হ'লো। কোন্ দিন ধস্তাধস্তি না হ'লেই সোয়াস্তি।

গজ। তা হ'ক্, কষ্টই বা কি? বাপের ঘরে আছে, মা বাপের স্নেহে বেশ আছে। সে দূর দূরন্তার পাঠালে খোঁজ-তল্লাস করবে কে?

সূর্প। তারপর? মা বাপে তো আর সোয়ামীর শান্তি দিতে পারে না।

গজ। নাই বা পারলে! গুঁড়ের ভাঁড় নাড়া ঘাঁটা হ'লে তো টকে যাবে, নৈলে সে মিছরী হবে।

সূর্প। তলা ফেঁসে সব নষ্টও তো হ'তে পারে?

গজ। সেটা বরাত!

সূর্প। যাক্, এখন জামাইকে আসতে পত্র দাও, যত খরচ হয় কর; নৈলে মেয়ে কোন্ দিন আত্মহত্যে হবে, নয় মুখে চুণ কালী দেবে।

গজ। বল কি?

সূর্প। বল্‌ব কি, ন্যাকা! কচি খোকা! কিছু যেন বোঝেন না। বুড়ো হ'লে ভীমরতি ধরে বুঝি?

গঙ্গ। মেয়ে কিছু বল্‌ছিল?

সূর্প। জান না, মেয়ে মানুষের বুক ফাট্‌লেও মুখ ফোটে না! মেয়ে যে ভাবনায় শুকিয়ে আম্‌সী হ'য়ে যাচ্ছে, তা দেখ্‌ছ?

গঙ্গ। দেখো, যেন অম্বল রেঁধো না।

সূর্প। আর কিছু দিন জামাই না এলে কে কোন্ দিন কম্বল চাপা দিয়ে দম্বল বসিয়ে যাবে। তখন সামাল—সামাল।

গঙ্গ। কুলীনদের অমন হয়, টেলিগ্রাফে দম্বল জমে, কত শত হাজার হাজার—লাক লাক।

সূর্প। চুপ ক'রে থাক, যার হয় তার হয়, তা ব'লে আমাদের হবে কেন? টাট্‌কা ফুলে পোকা লাগ্‌তে দেবে কেন?

গঙ্গ। আচ্ছা—আচ্ছা, জামাইকে পত্র লিখ্‌ব।

সূর্প। লিখ্‌ব নয়—আজই লেখা চাই।

গঙ্গ। মেয়ের চেয়ে তোমার জ্বালা বেশী।

সূর্প। মেয়েমানুষের দুঃখ মেয়েমানুষেই বোঝে; পুরুষ পোড়ামুখোরা তা যে বুঝেও বোঝে না, এই তো দুঃখ।

গজ। ঢের বলা হয়েছে; থাম। তুমি যে একজন বচনবাগীশ, তা জানি।

সূর্প। তুমিও যে একজন বুদ্ধিমান বোকা, তাও বুঝি।

গজ। আমার কেন? ঠাণ্ডা হও, চামুণ্ডা মূর্তি সম্মুরে কেন। ব'ল্লাম তো পত্র, লিখ্‌বো।

সূর্প। এখনও লিখ্‌বো?

গজ। হাঁ—হাঁ, আজই।

সূর্প। আজই। যাও ডাকঘরে।

গজ। আচ্ছা তোমার কথাই রাখি, জামাইকে এখনি পত্র লিখি। কিন্তু মনে রেখো, যেন স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী না হয়। বেশ ছিল—কাঙালকে শাকের ক্ষেত না দেখানই ভাল।

সূর্প। তোমার মাথা! যাও এখন—আমি দেখি, বৌদি কি করছে;

[প্রস্থান।

গজ। গিন্নী কথাটা নেহাৎ মন্দ বলে নি, বিয়ের পর আর জামাই আসে নি। যাই—পত্র লিখে ডাকে দিই গে।

[প্রস্থান।

—

২য় দৃশ্য।

বিক্রমপুর—হাঁদারামের বাটী।

হাঁদারাম।

হাঁদা। হুনছি বাবা বেটা মইরা বুত অইছে। হন্ধ্যার পর বারী অইতে কোহানে যাইবার পামু না। ছিলায়—গোহাড় ছড়ায়—বয় দেহায়। হেদিন কইমু কি; হালা ঐ যে বাঁশবাগান, উয়ার দারে পগারে মু হৌচে বস্ছি। দৃষ্টিডা মোর ব্যাপরোয়া ছ্যাল। দেহি, ইয়া তালবৃক্ষের মত লম্বা—হর্ব্বাঙ্গে জটা ঝোলছে—ইয়া মূলার মত দাত—আমরার মত চইক্ষু—বর বর পা ফেইলা লম্বা লম্বা আত বারাইয়া মোগো পানে কট্‌মট্ কইরা চাইয়া ধর্‌বার লাগে আইছে। ঐ না দেহিয়া দে দৌড়—ভো দৌড়—এক ছুটে একেবারি পগার পার, পরে আইসা গটী কইরা জল লইয়া হৌচকর্ম্ম হমাদা করি। ইয়ার আগে আষ্টদিন অইব, এড়া রহিত-মৎস্য কিইনা আট

হইতে গর ফিরছি, মেগো পশ্চাৎ অইতে হবহু বাবার মত কতা কইয়া মৎস্য চাইল। ও পাড়ার আমদোর চাচা একদিন এধার হইয়া কোহানে যাই-ছিল, একটা চটী জুতা লইয়া ওগো পিছা পিছা ছুট দিছে। হে পোড়া মোচলমান পোলা বড়ে ছকাইয়া মোর কাছে আইয়া ডক্ ডক্ কইয়া এক কলস জল খাইয়া হাপ ছাড়াইয়া বাঁচে। বড় উৎপাত অইছে—কি করমু ভাবছি। বাবার এত্তা হদ্গতি না করলে চলবার পারবে না। কোন্ দিন মোগো পায় খাইয়া রক্ত খাইবে, সেদিন তো মোগো দফা সারবে। গোসাঁই বাবা! বুড় বাবা! ক্ষমা দেও বাবা! তোমার ছকতো করবু—পিণ্ড দিমু,—ক্ষমা কর। মুই তোমার পোলা—বংশধর, মোরে কিছু কইও না।

পদ্মমণির প্রবেশ।

পদ্ম। হাঁদারাম! হনুচ?

হাঁদা। মা ঠাকরাণ! কি কইছেন, কন।

পদ্ম। কর্ত্তা মইরা ছগো বাবার পারছে না, প্রেত হইয়া গাছে গাছে ঘোরছে।

হাঁদা। হঃ, হকলেই তো ঐ কথাই কয়।

পদ্ম। তুমি দেখ নি?

হাঁদা। দেখছি।

পদ্ম। মুই হেদ্দিন দেহি, যেন টিক্ করতার মত চেহারা একডা মানুষ, পাক বাসার বেরা ঠেইলা মোরে বাত চাইছে।

হাঁদা। হইত্যা?

পদ্ম। তোমারে মু মিছা কইবার পারি? তুমি মোগে গবোর পোলা—বংশধর!

হাঁদা। কি করমু কন্ তো মা ঠাক্‌রাণ?

পদ্ম। এক কাম কর—গয়ায় যাও, সেহানে যাইয়া পিণ্ড দিইয়া আইস।

হাঁদা। কেমনে যাইমু জননী
এহান হইতে গয়া
আস্টু দিবসের পথ।
বিশ টাহা পঁচিশ টাহা পথের করচ।
কোহানে পাইমু এত টাহা?
যাত্তি আসাত্তি দুই কুড়ি দশ টাহা
হুদ্দ র‍্যালের মাশুল,
কাওয়া পরা বাদে।
গর অইতে চিরা গুড় বাধি,
এত টাহা করচা কইয়া
কেমনে যাইমু গয়া!
কও মোরে মা ঠাক্‌রাণ!
কোহানে পাইমু এত টাহা?

পদ্ম। মুই দিমু
কোমরের বিছা মোগো,
বেইচা আটেতে,
টাহা লইয়া যাও পোলাটি আমার।
তোমাগো অক্কাড়া পিতে
মোগে সোয়ামী প্যাব্‌তা
ভূত অইয়া রইবে যাগানে
হরিতে নারিমু।
হারা। তাহাই অইব।
টাহা দাও তুমি, যাইমু মু গয়াক্ষেত্রে
পিতৃপিণ্ড দিইবার লাগি।
কিন্তু একা যামু,
সগে কেহ যাইবে না মোগো।
পদ্ম। কেডা যাবে ছ্যামরা আমাগো!
কত্তার নাম লইয়া
ভগবানে কইয়া স্মরণ
যাও তুমি সবি.
ভয় কি পোলা?
হারা। ভয় কি জননি!
তোমাগো ভনের দুধ খাইয়া মানুষ,
কারে ভয় নাহি করি।
আহা দেয়,

যামু মুই পিতৃশ্রাদ্ধ তরে গয়াধামে
গলায় রইছে যগ্যসূত্র,
ডর কি মোর আছে মা ঠাকুরাণ ?
এ্যান কুলাঙ্গার পোলা নহি মুই তব।

পদ্ম। অদ্যই বোর রাত্রে যাইতে অইব।
এই লও কোমরের বিছা,
বেচিয়া টাহার জোগার কর।

হাদা। হে আপ্যা জননি !
দ্যাও পদধুলি
পারি যেন উদ্দারিতে
জন্মদাতা পিতারে মোগোর।

পদ্ম। অবশ্য পারিব।
সুপুত্র তুমি, নিশ্চয় পারিব।
আশীর্ব্বাদ করি,
বেঁচে থাক ছোনার পোলাটা।

পিয়নের প্রবেশ।

পিয়ন। মুকুজ্যা-ঠাউরদা বারী আছেন আগ্যা?
হাদা। কেডা ডাহে ?
পিয়ন। মুই বোঁচারাম নয়,
ডাক হরকরা।
হাদা। কও কিবা ?
পিয়ন। পাঁচ কুরি টাহা

মনিডার আইসাছে
আপনাগো নামে।

হাদা। কয় কি জননি!
পাচ কুরি টাহা
কেডা দিল মোরে?
কোহান অইতে এত টাহা
আইল ঠাকুরাণ?
বোচারাম! যা কহিছ হইত্য,
না রয়স্য করিছ মোগো সাথ?

পিয়ন। কন্ কি টাউর ভাই!
বেরাম্বন—কলির দ্যব্‌তা আপনাগো।
রয়স্য করিতে পারি তব সাথ!

হাদা। হইত্য যদি হয়
তবে জানিমু নিশ্চয়
পিতা মোগো বর বাগ্যবান।
কই দেহি—।

পিয়ন। এই দেহেন।
লিখা আছে হাদারাম মুখাজ্জি।
পাঠাইছে বর্দ্ধমান মনিয়ারা অ'তে
গজচন্দ্র ভট্টরাজ।

হাদা। ওঃ বুইছে জননী,
একাদশ বৎসর গত অয়

বৰ্দ্দমানে যাইয়া
বিয়া করে আইছিনু মুই
মনেরা গেরামে এক কুলীনের পুত্রী।
ঐ হজ্জুর ল্যাক্ছে মোরে যাতি,
বহুদিন পরে।
বালুই হইছে,
পরের করচায় যাইমু গয়ায়।
সেহান হইতে গয়া
র‍্যালপথে দুই টাহা বারা।
সেই নাম লিখ্যো।
[দোয়াত কলম আনিয়া সই করিয়া]
লও লোচারাম!

পিয়ন। [করম লইয়া টাকা দিল]
এই নাও কবুতা দশখানি নোট।

[প্রস্থান।

হাবা। ঠনা কিরাণ!
হহুরে লেইকা দি পত্তর,
অচেনা আমার পথ গাট।
আগামী দশই মাগ
দিবা আস্টটা বাজিলে
গোয়ালন্দ মেলে যামু কলিকাত্তা।
তুমি মোরে হঙ্গে লইয়া যাও।

পদ্ম। বালো—বালো, তাই ল্যাহ।

হাদা। সেহানে রইয়া কিছু দিন,
তারপর যাইমু গয়ায়,—
আইবার কালে
পোলা বৌরে আনিব তোমাগো।

পদ্ম। আইনো তাহার।
বিয়া করছ পোলা,
বাপ্ ঘরে রাহিও না,
লইয়া আইবা এহানে।
বুরা অইছি মুই,
একা নাহি পারি
হংহারের কাজকম্ম গুচাইয়া লইতে।
পোলা বৌ আইয়া ঘরেতে
হেবা যত্ন করিবে মোগার।

হাদা। অদ্য আষ্ট তারিখ,
আগামী প্রাতে অইব রাওনা।
চল এহন, হকাল কইরা ডাল বাত
পাক করি দিবে মোগো কাতি।
জনক! জন্মদাতা পিতে!
বর বাগ্যবান্ তুমি,
বেয়াই তোমার দিয়াছে করচ।
ঐ টাহা লইয়া যাইমু সেহানে

সেথা হ'তে গয়াদামে যায়,
পিণ্ড দিমু তব গদাদর পাদপদ্মে।
জয় বগবান্! জয় বগবান্!

[উভয়ের প্রস্থান]

৫ম দৃশ্য।

মনিয়াড়া—গজভট্টের বাড়ী।

ধৈমির প্রবেশ।

ধৈমি।—

গান।

বিধি তোমার একি অবিচার।
কেন এমন ধারা ভেবে ভেবে সারা হ'লো অস্থি চর্ম্মসার॥
কোন্ জন্মে কি করেছি পাপ,
পাই তাই এই মনস্তাপ
স্বামীহারা অথবা যারা করি পরিতাপ;—
পায়ে ধরি দয়া করি এনে দাও পতি আমার॥
সইতে নারি যৌবনজ্বালা,
পোড়া মদন করে জ্বালা পালা,
পাড়ার ছোঁড়াগুলো ঠাট্টা করে শুনি না যেন কানে কালা,
যুবতীর পতি নইলে এমনি দশা হয় তাহার,
দুষ্ট লোকে ধর্ম্মভ্রষ্ট কর্‌তে চেষ্টা করে অনিবার॥

সূর্পনখার প্রবেশ।

সূর্প। ও মা খেঁদামণি! ভাবিস্ না মা—কাঁদিস্ না মা, এইবার ঠিক জামাই আসবে। কর্তাকে পত্র দিতে বলেছি, আর লুকিয়ে আমার হাতের অনন্ত বাঁধা দিয়ে ১০০৲ একশ টাকা পথ খরচা পাঠিয়েছি। এইবার তোর সব দুঃখ যাবে।

খেঁদি। আর মা, আবার মরণই ভাল।

[প্রস্থান।

সূর্প। কি মনস্তাপ! বাপ্রে বাপ্! এক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন কাল সাপ! ভগবান! দোহাই তোমার, জামাই যেন আসে।

গজভট্টের প্রবেশ।

গজ। গিন্নি! গিন্নি! সুখবর—সুখবর।

সূর্প। ব্যাপার কি? ভারি যে আহ্লাদ!

গজ। জামাই বাবাজী পত্র দিয়েছে।

সূর্প। সত্যি?

গজ। তোমার দিব্যি।

সূর্প। কি লিখেছে গা?

গজ। লিখেছে ১০ই মাঘ বেলা ৮টার ট্রেণে আমি গোয়ালন্দ মেলে কল্‌কাতা যাব। আপনি দয়া ক'রে ঐ দিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে থাকিয়া আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

সূর্য। বটে নাকি ? তবে কল্‌কাতা যাও।

গজ। এই যে তৈরী হয়েছি। বেলা ৫টার সময় ট্রেণ।

সূর্য। ষ্টেশনে যাও তবে।

গজ। সে কথা আর বলতে। সেদিন তোমার কথা শুনে অবধি খেঁদির মুখপানে চাই, আমার বুকটাও হুহু ক'রে জ্ব'লে ওঠে। মনে করি, দূরে বিয়ে দিয়ে নিজের পয়সা বাঁচাতে গিয়ে, কুল রাখ্‌তে গিয়ে কি কুকর্ম্মই না করেছি। যাই হ'ক্ বেলা গেল, আমি ষ্টেশনে চল্লাম। কল-কেত[illegible] [illegible]সবার সময় জামায়ের জন্যে থাবা[illegible] [illegible]পাপড় চোপড় জুতো ছাতা সব আনব [illegible] নে[illegible] [illegible] জামাই এলে বছর খানেক আট্‌[illegible] [illegible] [illegible]াও, মেয়েকে বুঝিয়ে ব'লে এই খবর জানাও [illegible]

সূর্য। আমি আবার কি করেছি জান ?

গজ। কি করেছ ?

সূর্য। তোমাকে না ব'লে অনন্ত বাঁধা দিয়ে বোসেদের বাড়ী হ'তে ১০০৲ টাকা এনে জামাইকে পথ খরচ ব'লে পাঠিয়ে দিয়েছি।

গজ। ওঃ ! বটে ! তাই বাবাজীর এই জরুরি আসা। আমি বলি আমার পত্রেই ফলথোলেছে।

তা নয়, তুমি আবার আমার ওপর টেক্কা মেরেছ। তা বেশ করেছ, ভালই করেছ। আমি আসি।

সূর্প। এস—বেশ যত্ন ক'রে তাকে নিয়ে এস।

গজ। নিশ্চয়। সোণা বাইরে অঁচলে গিঁড়ে। আমার ঐ মেয়ের মুখে যে দিন হাসি দেখ্‌ব, সেই দিন সব দুঃখ হরিপাল দিয়ে যাবে। দুর্গা শ্রীহরি! দুর্গা শ্রীহরি! [প্রস্থান।

সূর্প। বাঁচা গেল, এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল; যাই, খেদিকে সদিকে এই খোস খবর দিই গে। আমিও জেলেবৌকে ব'লে পাকা মাছ এনে তার টক্ রেঁধে রাখিগে।

[প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য।

কলিকাতা—শিয়ালদহ।

হাদারাম।

হাদা।—[আনন্দে]

গান।

কি তাজ্জব হহর কল্‌কেতা!

দোকান পশারি হারি হারি কত ক্রেতা বিক্রেতা।

চল্‌ছে কত গাড়ী ঘোড়া,
মানুষের ভিড় সমান পারা,
আস্‌ছে যাচ্ছে বস্‌ছে কত যায় না গুন্‌তে পারা,
এমন কায়দা হহর মুই তো দেহিনি কুথা ॥
তারে চল্‌ছে কলের গাড়ী,
হাবি জাবি ভাসান বাড়ী,
কত হরেক রকম মজার জিনিস কি তা রিপদারী,
মোগো ঢাকার জিলা বাহার কিসে তা অতি এর বাড়ো কেতা ॥

গজভট্টের প্রবেশ।

গজ। আজ এগার বছর পরে জামাই আস্‌ছে, চিনব কি ক'রে? মুখখানাও তো মনে পড়ে না—তাই তো!

হাঁদা। ও মুশয়! হুনছ্যান? আপনাগো যেন চিনা চিনা ঠ্যাকছে। আপনাগো ঘর কেহানে? কন তো মুশয়!

গজ। আমার বাড়ী অনেক দূর মশায়!

হাঁদা। কোহানে কন্ দেহি!

গজ। বৰ্দ্ধমান জেলায় মনিয়ারা।

হাঁদা। হঃ বুঝ্‌ছি! আপনাগো চিন্‌ছি। পেরণাম হই হুউর মুশয়!

গজ। তোমার নাম হাঁদারাম?

হাঁদা। আগ্যা হ।

গজ। ঢাকা বিক্রমপুর বাড়ী?

হাঁদা। হ—করত্তা!

গঙ্গ। তোমাকে নিতে এসেছি। তুমি আমার জামাই।

হাঁদা। মু ত তা কইছি।

গঙ্গ। এস বাবা! সেই বিয়ে ক'রে অবধি দেখা নেই। মেয়েটা ভেবে ভেবে যেন শুক্‌নো কাঠ হ'য়ে গেছে। চল বাবা, গিয়ে আমাদের বুক জ্বালান আগুনে জল ঢাল্‌বে।

হাঁদা। বহুদূর দ্যাশ—মাপ কর্‌বার আগ্যা অউক, বরই অপক্কম্ম কর্‌ছি।

গঙ্গ। চল বাবা! হাবড়ায় চল। বেলা এগারটার ট্রেণ। সাড়ে আটটা বাজে। বাজারে একটু দেরীও হবে।

হাঁদা। যে আগ্যা, চলেন—চলেন। (স্বগত) পিতে! দন্য তুমি, বর বাগ্যবান তুমি। যোগাযোগ আতে আতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

মনিয়ারা।

সৌদামিনী ও খেঁদামণি।

সৌদা। কেমন খেঁদু! আপশোষ মিটেছে তো? আজ ৩ মাস হলো তোর বরকে আটকেছি। বাঙাল মানুষ আর যায় কোথা!

খেঁদী। হাঁ দিদি, সব কষ্ট দুঃখ আমার দূর হয়েছে। কিন্তু দিদি, কাল রাত্রে একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

সৌদা। কি লো!

খেঁদী। দেখেছি, যেন আমার শ্বশুর এসে বলছেন, বৌমা! আমায় একটু তোমার কোলে স্থান দাও।

সৌদা। তুই কি বললি?

খেঁদী। আমি ব'ল্লাম, বেশ তো বাবা, আসুন।

সৌদা। তারপর?

খেঁদী। তারপর দেখি, বাবা যেন একটা পাকা আম.য় খেতে দিলেন।

সৌদা। বটে ?

থেঁদী। তারপর কোঁচড়ে ক'রে সেই আমটী নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে রাখতে গিয়ে দেখি, সেটা আম নয়, একটী রাঙ্গা টুক্‌টুকে খোকা।

সৌদা। ওলো, তুই পোয়াতি হয়েছিস্। তোর শ্বশুর এসে তোর পেটে জন্মেছে।

থেঁদী। তাই না কি ?

সৌদা। যখন ফল দেখেছিস, আর তোর কোলে স্থান চেয়েছে, তখন নিশ্চয় তুই পোয়াতি হয়েছিস্, তোর বেটা ছেলে হবে। তোর এ সুস্বপ্ন।

থেঁদী। এমন দিন কি আমার হবে দিদি ?

সৌদা। নিশ্চয় হবে ; প্রবাদ কথা ঐরকমই বলে।

থেঁদী। সেটা আমার বরাত।

সৌদা। তা হ'লে এক কাজ করিস্। হাঁদু-বাবুকে ঘর যেতে দিস্ নে।

থেঁদী। কেন ?

সৌদা। সেখানে গিয়ে তোর শ্বশুরের পিণ্ডি দিলে তোর গর্ভের অমঙ্গল হবে।

শূর্পনখার প্রবেশ।

শূর্প। দুই বোনে কি কর্‌ছিস লো ?

সৌদা। মা ! মা ! থেঁদী ফল দেখেছে।

সূর্প। তাই না কি!

সৌদা। বল্‌ছে ওর শ্বশুর ডেকে এসেছে; বাবা নাকি স্বপ্নে আম খেতে দিয়েছেন।

সূর্প। সেটা বরাত। তেমন ভাগ্যি কি হবে!

হাঁদারামের প্রবেশ।

হাঁদা। হোন্‌ছেন হাহুড়ী মা ঠাকরাণ! মুই একবার গয়ানামে যামু।

সূর্প। কেন বাবা!

হাঁদা। মোগো বাবা মইরা বুত অইয়া হকলকে বয় দেহায়, তাঁগো পিণ্ড দেবার লাগ্‌বে।

সূর্প। তোমার বাপের নামে পিণ্ডী দেওয়া হবে না বাবা।

হাঁদা। কন্ কি! তা অইলে তাঁগো উদ্ধার অইব কেম্‌নে?

সূর্প। তিনি নাকি ডেকে আমার খেঁদুর পেটে জন্মেছে।

গজ। (নেপথ্যে) গিন্নি! একবার এদিকে এস।

সূর্প। তোমার ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কও বাবা! যা ভাল হয়, ঐ সব বল্‌বে। আমি আসি।

[প্রস্থান।

হাঁদা। বরু দি ঠাকরাণ! হাউড়ী মা ঠাক্‌রাণ কি কইয়া গেলান?

সৌদা। ঠিক বলেছেন, তোমার বাবার নামে পিণ্ডি দিলে তোমার হবু ছেলের অকল্যাণ হবে।

হাঁদা। মোগো মাতৃ-আগ্যা টেল্‌মু কেম্‌নে তিনি কইছেন, বাবা হাঁদু! তুমি মোগো মুগ্যি পোলা। তোমাগো জন্মদাতা পিতে পেরেত-যোনি পাইছে। পারার অকলে বয় কায় গয়াদামে যাইয়া তাঁগো উদ্ধারের লাগে পিণ্ড দিয়া আইস। মুইও হস্মত অইয়া আইছি। এহানেই তো তিন মাস কাটাইয়া দিবার লাগ্‌ছি, এর পর মোরে যাইতে আগ্যা দ্যান।

সৌদা। সেখানে যাওয়া হবে না। পিণ্ডী দিলে গর্ভপাত হবে।

হাঁদা। খাড়ুর কি গব্য অইছে? মোগো পোলা অইব?

সৌদা। নিশ্চয় হবে, তাইতো বারণ কর্‌ছি।

হাঁদা। বর মুস্কিল হইল দেহি যে!

সৌদা। মুস্কিল কিসের?

হাঁদা। এক দিকে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন অইব, অন্য দিকে পোলার অকল্যাণ অইব! কি করমু?

সৌদা। একটা উপায় আছে, তাই কর।

হাঁদা। কন্ দেহি একডা সদ্‌যুক্তি। যাহে উভয় দিক রক্ষা হয়।

[illegible] । [illegible]বয়ায় পিণ্ড দাও।

[illegible]। তা অইলে কি অইব?

সৌদা। তোমার বাবারও প্রেতত্ব ঘুচ্‌বে, [illegible]কেরও কোন অকল্যাণ হবে না।

হাঁদা। গুপ্তগয়া কোহানে?

সৌদা। তোমার ঘরে।

হাঁদা। কি রকম কন্‌?

সৌদা। ঠিক কই। এই যে তোমার স্ত্রী, ওর পাদপদ্ম গুপ্তগয়া, আর এর পেটে যে ছেলে আছে, সেই হ'চ্ছে গুপ্ত গদাধর।

হাঁদা। হইত্য?

সৌদা। সত্য নয় তো কি মিথ্যা?

হাঁদা। ইস্ত্রীর পাদপদ্ম গুপ্তগয়া অইল কেম্‌নে?

সৌদা। তা বুঝি জান না, আঃ কপাল।

[illegible]। ক্যাম্‌নে জান্‌মু, ন্ন তো বাঙ্গাল।

[illegible]। (জনান্তিকে) ও কি দিদি?

সৌদা। (জনান্তিকে) চুপ, একটু রঙ্গ করি। বা[illegible] ভুলিয়ে ওর গয়া যাওয়া বন্ধ করি, কথা ক'স নে।

হাঁদা। বিবরণডা কইয়া দেগো বুঝাইয়া আমারে [illegible]?

সৌদা। দেখ, এই কলিকালে স্ত্রীই হচ্ছে

সর্ব্বস্ব, গুরু, গয়া, গঙ্গা, কাশী সব তীর্থ স্ত্রী। স্ত্রী তুষ্ট থাকলে সর্ব্ব দেবতাই তুষ্ট। দেখ না, বড় বড় ভদ্রলোকে মাকে চাকরাণীর মত রেখে স্ত্রীকে মাথায় রাখে; মানুষের কথা ছেড়ে দাও, স্বয়ং বিশ্বনাথ মহাদেব এক স্ত্রীকে মাথায় আর এক স্ত্রীকে বুকে রেখেছেন। কেননা স্ত্রীই হ'চ্ছে সর্ব্বতীর্থময়ী।

হাঁদা। তা অইলে ওনা গো পাদপদ্মে পিণ্ড দিলে মোগো বাপের পেরেতত্ব নষ্ট অইব?

সোদা। নিশ্চয় হবে।

হাঁদা। তবে জোগার করেন।

সোদা। হাঁ যাই, পিণ্ডী তৈরী ক'রে আনি। এই গুপ্তগয়ার পিণ্ড দিয়ে দেশে গিয়ে দেখ্‌বে, আর তোমার বাবা ভূত হ'য়ে কাউকে ভয় দেখাবে না।

হাঁদা। তবে করেন আগ্যা।

সোদা। এই যে যাই।

[প্রস্থান।

হাঁদু। থাঁদু! তুমি কি গব্যো পোলা দরিয়াছ?

থেঁদী। হুঁ।

হাঁদু। কদ্দিন?

থেঁদী। একমাস।

হাঁদা। বেশ—বেশ, হুইনা হুখী হইলাম; তুমি মোগো বংশদরের জননী অইব। কি আনন্দ